করে। সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের দিক থেকে যা মায়া, জীবের দিক থেকে তাই অবিদ্যা বা অজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি জানেন ব্রহ্মই সত্য। জগৎ সপ্রপঞ্চ মিথ্যা। বদ্ধজীব মায়ার দ্বারা প্রতারিত হয়ে জগৎ প্রপঞ্চকে সত্য বলে মনে করে। মায়াশক্তির দ্বারা ব্রহ্মের বিকার হয় না। ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তির কাছে ব্রহ্ম মায়াশক্তিরহিত, নির্গুণ ও নির্বিশেষ। ব্রহ্মই সত্য।

সদানন্দ যোগীন্দ্র 'বেদান্তসার' গ্রন্থে মায়ার বিশেষ কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন। তিনি মায়ার বৈশিষ্ট্যগুলোকে এইভাবে উল্লেখ করেন : 'সদসদ্‌ভ্যাম, অনির্বচনীয়ম্, ত্রিগুণাত্মকম্, জ্ঞানবিরোধী, ভাবরূপম্, যৎকিঞ্চিৎ'। এই বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে আলোচিত হল—

সদসদ্‌ভ্যাম : অদ্বৈতবেদান্ত মতে ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিক সৎ। ব্রহ্মে অতিরিক্ত সৎ বস্তু নেই। যা সৎ তা কখনোই বাধিত হয় না। সৎ নিত্য। যা অসৎ তা বাধিত হয়। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মায়া বাধিত হয়। তাই মায়া সৎ নয়। ব্রহ্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মায়াময় জগৎ বাধিত হয়, তাই তা সৎ নয়। আবার বদ্ধজীবের কাছে বৈচিত্র্যময় জগৎ বা জগৎপ্রপঞ্চ প্রতিভাত হয়। তাই জগৎ শশশৃঙ্গ বা বন্ধ্যানারীর পুত্রের মতো অসৎও নয়। এইজন্যই মায়া সৎ নয়, অসৎ নয়, আবার সদসৎও বলা যাবে না। কারণ সৎ ও অসৎ বিরুদ্ধ স্বভাববিশিষ্ট। একই আশ্রয়ে দুটি বিরুদ্ধ ভাব থাকতে পারে না।

অনির্বচনীয় : মায়া বা অজ্ঞানকে সৎ বা অসৎও কোনওটাই বলা যায় না। তাই মায়া অনির্বচনীয় অর্থাৎ কোনওভাবেই মায়াকে ব্যাখ্যা করা যায় না। যা সৎ নয়, অসৎও নয়, তাই হল সদসদ্‌লক্ষণ বা অনির্বচনীয়।

ত্রিগুণাত্মিকা : মায়া ত্রিগুণাত্মিকা। মায়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণের অধিকারী, যার ফলে জাগতিক সমস্ত পদার্থে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ তিনটি গুণ দেখা যায়।

জ্ঞানবিরোধী : মায়া হল জ্ঞানবিরোধী। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়। রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়। রজ্জুর যথার্থ জ্ঞান হলে রজ্জুতে সর্পের অবভাস বিলুপ্ত হয়। একইভাবে ব্রহ্মজ্ঞানে মায়া বা অবিদ্যার বিলুপ্তি ঘটে। তাই মায়া জ্ঞানবিরোধী।

Scanned by CamScanner

বহুজীবে প্রতিভাত হয়। 'ঘটাকাশ' যেমন 'অখণ্ড আকাশে'র আংশিক প্রকাশ তেমনি জীব অখণ্ড, অদ্বয় ব্রহ্মের আংশিক প্রকাশ। এই অন্তঃকরণ হল অবিদ্যা জন্য। অবিদ্যা নাশে ব্রহ্ম অবচ্ছেদ মুক্ত হয়ে পরমার্থ সৎরূপে উপলব্ধ হবে।

প্রতিবিম্ববাদ ঃ প্রতিবিম্ববাদীদের মতে জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। চন্দ্র এক। বিভিন্ন জলপূর্ণ পাত্রে এক চন্দ্রকে অনেক চন্দ্র বলে মনে হয় বা একচন্দ্র বহুচন্দ্র বলে প্রতিভাত হয়। ঠিক তেমনি এক ব্রহ্ম মায়াসৃষ্ট বিভিন্ন অন্তঃকরণে ভিন্ন ভিন্ন জীবরূপে প্রতিবিম্বিত হয়। এইজন্যই জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত জীব হল এক ব্রহ্মের আভাস ঠিক যেমন জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র হল এক চন্দ্রের আভাস। জীব ও ব্রহ্মের ব্যবহারিক ভিন্নতা ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে সত্য। ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তির অবিদ্যা যখন দূরীভূত হয় থাকে না, তখন অন্তঃকরণও থাকে না। এই অবস্থায় ব্রহ্ম অন্তঃকরণে আর প্রতিবিম্বিত হয় না। জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন হয়ে যায়।

প্রতিবিম্ববাদ

অবচ্ছেদবাদ ও প্রতিবিম্ববাদের মধ্যে অবচ্ছেদবাদই যুক্তিযুক্ত। অবচ্ছেদবাদে জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা প্রকাশ পাচ্ছে। অদ্বয় ব্রহ্ম কখনোই সীমার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হতে পারে না। 'ঘটাকাশ', 'মঠাকাশ' এক অখণ্ড আকাশেরই প্রকাশ। অখণ্ড আকাশ যে বেষ্টনী দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে সেই বেষ্টনীকে যদি দূর করা হয় তখন 'ঘটাকাশ' আর 'আকাশ' এক ও অভিন্ন হয়ে যায়। ঠিক তেমনি উপাধিকে অপসৃত করলে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন উপলব্ধ হয়।

বিভিন্ন উপনিষদগুলোর মহাবাক্যে ব্রহ্ম ও জীবের অভিন্নতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চারটি বেদের (ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব) থাকা চারটি মহাবাক্য নিশ্চিতভাবে জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা ব্যক্ত করা হয়েছে।

ঋক্‌বেদে বলা হয়েছে, 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম'। সামবেদের মহাবাক্যটি হল 'তত্ত্বমসি', যজুর্বেদে 'অহং ব্রহ্মাস্মি', অথর্ববেদে 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'—প্রত্যেকটি মহাবাক্যই অদ্বৈতবেদান্তের মূল প্রতিপাদ্য বা মূলতত্ত্বটিকেই অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন বা জীবাত্মাও পরমাত্মা এক ও অভিন্ন—এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ আত্মার মুক্তি সম্পর্কে শংকরাচার্যের বক্তব্য (Sankara's conception of Liberation of soul)

Scanned by CamScanner

বাধিত হয়। পারমার্থিক জ্ঞানে জগৎ বাধিত হয় বলেই জগৎ মিথ্যা। মূলাবিদ্যা যা ব্যবহারিক সত্তার জনক এবং তুলাবিদ্যা যা প্রাতিভাসিক সত্তার জনক। উভয়বিদ্যাই নিত্য শুদ্ধ চৈতন্যের উপলব্ধির দ্বারা বিনষ্ট হয় এবং জগৎ ও জাগতিক বস্তুসমূহ মিথ্যা বলে উপলব্ধ হয়। এক, অদ্বিতীয়, সর্বব্যাপী, নির্বিশেষ নির্গুণ ব্রহ্মই সৎ।

ঈশ্বর সগুণ ব্রহ্ম বলেই শুদ্ধ চৈতন্য ব্রহ্ম যখন মায়া-উপহিত বা মায়া উপাধিযুক্ত হন তখন তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান জগৎ। কারণ—ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম হন। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সগুণ ব্রহ্ম থেকে জগতের যে সৃষ্টিক্রম তা এইভাবে দেখানো যেতে পারে—প্রথমে সগুণ ব্রহ্ম থেকে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী—এই পঞ্চতন্মাত্রের আবির্ভাব হয়। এই পঞ্চ-তন্মাত্রের পাঁচ রকম সংমিশ্রণ থেকে সৃষ্টি হয় পঞ্চমহাভূত। কীভাবে এই সৃষ্টি হয়? এর উত্তরে বলা যায় যে আকাশ মহাভূতের সৃষ্টি হয় $\frac{ত}{ত}$ আকাশ তন্মাত্র + বায়ু তন্মাত্র + অগ্নি তন্মাত্র + অপ তন্মাত্র + ক্ষিতি তন্মাত্রের সংমিশ্রণের ফলে। একইভাবে অন্য মহাভূতগুলোর সৃষ্টি হয়। যে মহাভূতটি সৃষ্টি হবে সেই তন্মাত্রের অংশ অর্থাৎ অর্ধাংশ বাকি তন্মাত্রগুলোর প্রত্যেকটিরই অংশের সংমিশ্রণ প্রয়োজন। পঞ্চতন্মাত্রের এই রকম সংমিশ্রণই হল পঞ্চীকরণ। পঞ্চতন্মাত্র থেকে সৃষ্ট যাবতীয় দ্রব্যই হল অবিদ্যাপ্রসূত। ব্রহ্মজ্ঞানে সব উপাধি বিনষ্ট হলেই নির্গুণ ব্রহ্মকেই একমাত্র সৎ বলে উপলব্ধ হয়।

সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর থেকে জগৎ সৃষ্টি-ক্রম

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : জীব ও ব্রহ্ম সম্পর্কে শংকরাচার্যের মত (Sankara's Conception of Jiva and Brahman)

অদ্বৈতবেদান্তে শংকরাচার্য ব্রহ্ম ও জীবকে এক ও অভিন্ন বলেছেন। তাঁর মতে পারমার্থিক সত্তা ব্রহ্ম হলেন শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম ও জীব এক ও অভিন্ন হলে শংকরাচার্য জীবকে কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন?

Scanned by CamScanner

রজ্জু অধিষ্ঠানে সর্পের ভ্রম প্রত্যক্ষ হচ্ছে। এখানে রজ্জুতে সর্পের আরোপ হচ্ছে। অধ্যাসে অধিষ্ঠান সত্য। শংকরের মতে রজ্জুতে ভ্রান্ত প্রত্যক্ষের কারণ হল অজ্ঞানতা বা অবিদ্যা বা সর্প সম্পর্কে মিথ্যাজ্ঞান। এই অবিদ্যার দুটি শক্তি—আবরণ শক্তি ও বিক্ষেপ শক্তি। অবিদ্যা আবরণ শক্তির দ্বারা যেমন বস্তুর স্বরূপকে আবৃত করে রাখে, তেমনই বিক্ষেপ শক্তির দ্বারা মিথ্যা বস্তুর সৃষ্টি করে। অবিদ্যা রজ্জুতে সর্পভ্রমের ক্ষেত্রে রজ্জুর স্বরূপকে আবৃত করে সেখানে সর্পকে বিক্ষেপ করে। শংকরাচার্য জগতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, অবিদ্যা বা মায়া ব্রহ্মের স্বরূপকে আবৃত করে ব্রহ্মে জগৎ আরোপিত করে। তাই জগৎকে সর্পের মতোই সত্য বলে মনে হয়। এখানে আবরণ শক্তির দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত হয় এবং বিক্ষেপ শক্তির জন্যই ব্রহ্মে মিথ্যা জগৎ সৃষ্ট হয়। জীবের ক্ষেত্রে জগতের কারণ হল অবিদ্যা।

অবিদ্যার দুটি শক্তি—আবরণ ও বিক্ষেপ

সৎকার্যবাদ অনুসারে কার্য কারণে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে এবং পরে তা ব্যক্ত হয়। সৎকার্যবাদ দুপ্রকারের ঃ পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ। পরিণামবাদ অনুসারে কারণ প্রকৃতই কার্যে পরিণত হয়। যেমন দুধ থেকে দই। দই সত্যিই দুধের পরিণাম। দুধ সত্য, দইও সত্য। অপরদিকে বিবর্তবাদ অনুসারে কারণ সত্যিই কার্যে পরিণত হয় না, শুধু প্রতিভাত হয় মাত্র। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। রজ্জু সত্যিই সর্পে পরিণত হয় না, প্রতিভাত হয় মাত্র। অদ্বৈতবাদী শংকরাচার্য বিবর্তবাদী। তিনি বলেন, জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম নয়, বিবর্ত বা অবভাস মাত্র। নির্গুণ ব্রহ্ম জীব-জগতে পরিণত হয় না।

জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত

জগৎ কোন অর্থে মিথ্যা ? ঃ অদ্বৈত মতে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। প্রশ্ন হল জগৎ কোন অর্থে মিথ্যা ? শংকরাচার্যের মতে জগৎ সদসদ্‌বিলক্ষণ অনির্বচনীয়। জগৎ স্বপ্নের মতো প্রতিভাস নয় আবার বন্ধ্যাপুত্রের মতো মিথ্যাও নয়। শংকরের মতে জগতের যথার্থ স্বরূপকে বুঝতে হলে সত্তাত্রৈবিধ্যবাদকে জানা একান্ত প্রয়োজন। শংকর মতে সত্তা তিন প্রকার—প্রাতিভাসিক সত্তা, ব্যবহারিক সত্তা ও পারমার্থিক সত্তা। অদ্বৈত মতে যা কোনওভাবেই বাধিত হয় না তাই পরমসত্তা। এই পরমসত্তা হল নিত্য, সর্বব্যাপী, নির্গুণ, নির্বিশেষ, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। ব্রহ্মই সমস্ত কিছুর স্বরূপ সত্তারূপে পারমার্থিক সৎ। ব্রহ্ম পারমার্থিক সৎ কারণ ব্রহ্ম কোনোভাবেই বাধিত হয় না। ব্রহ্মেরই পারমার্থিক সত্তা আছে। প্রতীয়মান সকল বস্তু যখন স্বরূপেই জ্ঞাত হয় তখন তাকে বলে ব্যবহারিক সৎ। তাই প্রমা বা যথার্থজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা হয় সেই বিষয়েরই ব্যবহারিক সত্তা আছে। যেমন, রজ্জুকে রজ্জু বলে যে প্রমা জ্ঞান হয়, সেই রজ্জুরই ব্যবহারিক সত্তা আছে। ভ্রমজ্ঞান এবং স্বপ্নের অভিজ্ঞতার বিষয়ের যে সত্তা তাকে বলা হয় প্রাতিভাসিক সত্তা। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ক্ষেত্রে ভ্রমের বিষয় হল প্রাতিভাসিকভাবে সৎ। রজ্জুতে যখন সর্পের ভ্রম হয় তখন রজ্জু সত্যিই সর্পে পরিণত হয় না। রজ্জুতে সর্পের প্রতিভাস হয় মাত্র। রজ্জু হল অধিষ্ঠান আর এই অধিষ্ঠানেই সর্প আরোপিত হয়। ব্যবহারিক সত্তার দ্বারা প্রমা বিষয় এবং প্রাতিভাসিক সত্তার দ্বারা ভ্রমের বিষয় সূচিত হয়। ব্যবহারিক সত্তার ক্ষেত্রে বস্তুকে স্বরূপে জানার ফলে

সত্তাত্রৈবিধ্যবাদ

Scanned by CamScanner

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : জগৎ ও ব্রহ্ম সম্পর্কে শংকরের মত (Sankara's conception of World and Brahman)

অদ্বৈতবেদান্তের ব্রহ্মবাদের মূল কথাই হল ব্রহ্মসত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। ব্রহ্মই একমাত্র পরমতত্ত্ব। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে, 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন; মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি'—যার অর্থ এখানে কোনও বহুত্ব নেই, যে বহুত্ব দেখে সে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়। এই উক্তিগুলোর মাধ্যমে বহুত্ব অস্বীকৃত হচ্ছে। উপনিষদে ব্রহ্মকে নির্গুণ, এক ও অদ্বিতীয় বলা হয়েছে। নির্গুণ ব্রহ্ম কখনোই জগৎস্রষ্টা হতে পারেন না। জগৎ মিথ্যা, জগৎ সত্য হলে তা কখনোই তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বাধিত হত না। শংকরাচার্য বলেন, যা সৎ তা কখনোই অসৎ হতে পারে না আর যা অসৎ তা কোনওভাবেই সৎ হতে পারে না। জগৎ অসৎ, তাই তা ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়। এই দৃশ্যমান বৈচিত্র্যময় জগৎ স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তুর মতো অলীক, যার কোনও বাস্তব সত্যতা নেই। রজ্জুতে যেমন সর্প-ভ্রম হয় অজ্ঞানতার জন্য, ঠিক জগৎ-ও ভ্রান্ত প্রত্যক্ষের বিষয়ের মতো অবভাস মাত্র।

নির্গুণ ব্রহ্ম জগৎস্রষ্টা নন

জগৎ মায়ার সৃষ্টি।

শংকরাচার্য বলেছেন, 'জগৎ মিথ্যা ও মায়ার সৃষ্টি'। বেদ ও উপনিষদেও এই মায়ার উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে, 'ইন্দ্র মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে' (৬/৪৭/১৮)। ইন্দ্র মায়ার দ্বারা নানাবিধ রূপ ধারণ করে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও 'মায়া'র উল্লেখ রয়েছে। এই উপনিষদে বলা হয়েছে, 'মায়াম তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনম্তু মহেশ্বরম্' অর্থাৎ ঈশ্বরের মায়াশক্তি থেকেই জগতের উৎপত্তি। মায়া উপাধির জন্যই নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ ব্রহ্ম হন এবং তিনিই হলেন মহেশ্বর। এই মায়া অবর্ণনীয় বা

জগৎ মায়া-সৃষ্ট

Scanned by CamScanner

তিনি বলেন জীবের পারমার্থিক সত্তা নেই, তবে ব্যবহারিক সত্তা আছে।

শংকরাচার্য বলেন, জীবের পারমার্থিক সত্তা নেই। জীবের ব্যবহারিক সত্তা আছে, তবে কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। অবিদ্যাপ্রসূত বা উপাধি উপহিত ব্রহ্মই জীবরূপে প্রতিভাত হয়। অন্যভাবে বলা যায় সূক্ষ্ম শরীর, স্থূল শরীর, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি—এই সমস্ত উপাধি দ্বারা উপহিত ব্রহ্মই হল জীব। জীব হল মায়া বা অবিদ্যার সৃষ্টি। তত্ত্বজ্ঞানে অবিদ্যানাশে জীব শুদ্ধ চৈতন্য সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মে লীন হয় এবং জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য সাধিত হয়।

ব্রহ্ম ও জীব অভিন্ন

অবিদ্যাপ্রসূত জীবই জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা। যদিও জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে পারমার্থিক ভেদ নেই তবুও উপাধি উপহিত জীবের জন্ম-মৃত্যু আছে, বন্ধন-মুক্তি আছে। জীবকে কর্মফল ভোগ করতে হয়। শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা জ্ঞাতা নন, কর্তা নন, ভোক্তাও নন। পরমাত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, বন্ধন ও মুক্তিও নেই। মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকারের সমষ্টিই হল অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণ উপাধির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা উপহিত এক আত্মা বা ব্রহ্মই বহু জীব বলে প্রতিভাত হয়। অন্তঃকরণের ভিন্নতার দ্বারা নির্ণীত ভিন্ন ভিন্ন জীব ভিন্ন ভিন্ন কর্মফল ভোগ করে থাকে।

জীব জ্ঞাতা, ভোক্তা ও কর্তা

পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন হলেও ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জীব সত্য। জীব দেহ ও আত্মার সমন্বয়। জীবদেহ মিথ্যা অবভাস মাত্র এবং শুদ্ধ চৈতন্য থেকে আলাদা। জীবাত্মা হল সাক্ষী চৈতন্য। জীবের মধ্যে স্থূল শরীর পঞ্চমহাভূতের সমষ্টি এবং সূক্ষ্ম শরীর পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধির সমন্বয়। জীবের মৃত্যুতে স্থূল শরীর বিনষ্ট হলেও সূক্ষ্ম শরীর বিনষ্ট হয় না। সূক্ষ্ম শরীর আত্মার সঙ্গেই থাকে। অনিত্য জীব কর্মফল অনুযায়ী আবার স্থূল শরীর পরিগ্রহ করে বা পুনর্জন্ম গ্রহণ করে কর্মফল ভোগ করে। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা বিনাশপ্রাপ্ত হলে, জীবের স্থূল শরীর বিনাশ হয়। ব্যবহারিক দিক থেকে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ থাকে না, জগতের মতো জীবও তখন মিথ্যা হয় এবং তখনই জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ। জীব ও ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন বলে উপলব্ধ হয়। অদ্বৈতবেদান্তের মূল প্রতিপাদ্য সত্য হল জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন হলেও ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন। ব্রহ্ম ও জীবের ব্যবহারিক ভিন্নতা বা ভেদ সম্পর্কে অদ্বৈতবেদান্তীগণ দুটি মত পোষণ করেন। প্রথমটি হল **অবচ্ছেদবাদ**, দ্বিতীয়টি হল **প্রতিবিম্ববাদ**।

অবচ্ছেদবাদ ঃ অবচ্ছেদবাদ অনুসারে স্বরূপত অভিন্ন বস্তু ও অবচ্ছেদের ভিন্নতার জন্যই অভিন্ন বস্তুকেও ভিন্ন ভিন্ন বলে প্রতীয়মান বলে মনে হয়। এই মতবাদ অনুসারে এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মের আংশিক প্রকাশ হল জীব। আকাশ এক এবং অখণ্ড। এই এক ও অখণ্ড আকাশ যখন ঘট ও পটের দ্বারা

অবচ্ছেদবাদ

Scanned by CamScanner

হন। তখন তিনি মহেশ্বর। নির্গুণ ব্রহ্ম হলেন নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্ত। তিনি অসীম ও অনন্ত। শুধুমাত্র ভাবের প্রভেদ ব্যতীত পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম বা সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্মের কোনও পার্থক্য নেই বা ভেদ নেই। এই লক্ষণগুলোর দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ পায় বলে ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ।

ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ

অদ্বৈতমতে ব্রহ্মের দুটি লক্ষণ—একটি হল স্বরূপ লক্ষণ ও অপরটি তটস্থ লক্ষণ। যে লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপের ধারণা হয় তাকেই বলে স্বরূপ লক্ষণ। তটস্থ লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপের ধারণা হয় না। ব্রহ্ম নির্গুণ, নির্বিশেষ, বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। নির্গুণ ব্রহ্মের লক্ষণগুলো হল স্বরূপ লক্ষণ। অপরদিকে সগুণ ব্রহ্ম (মায়া উপহিত ব্রহ্ম) বা ঈশ্বর হলেন জগৎস্রষ্টা, পালনকর্তা ও সংহারক। শংকরাচার্য যাদুকরের উদাহরণের সাহায্যে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণের বিষয়টিকে বুঝিয়েছেন। অজ্ঞ ব্যক্তি যাদুকরের যাদু এবং যাদুসৃষ্ট বস্তুকে সত্য বলে মনে করেন এবং যাদুশক্তি দ্বারা প্রতারিত হন অর্থাৎ যাদুকরের তটস্থ লক্ষণই তাদের কাছে সত্য। জ্ঞানী ব্যক্তি যাদুকরের যাদুশক্তি দ্বারা প্রতারিত হন না এবং যাদু-সৃষ্ট বিষয়কে মিথ্যা বলে মনে করে। একইভাবে যারা জগৎকে সত্য বলে মনে করেন এবং ব্রহ্মকে জগৎস্রষ্টা রূপে দেখেন তারা সগুণ ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণকে দেখেন। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি জগৎকে অবভাস বলে মনে করেন এবং ব্রহ্মকে জগৎস্রষ্টারূপে দেখেন না। তত্ত্বজ্ঞানীর কাছে সৃষ্টি এবং স্রষ্টা—কোনোটিই নেই। তাঁর কাছে সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই পারমার্থিক সৎ।

সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্ম অভিন্ন

সগুণ ব্রহ্মই উপাস্য দেবতা। জীব উপাসক, সগুণ ব্রহ্ম উপাস্য। উপাস্য ও উপাসকের ভেদ বর্তমান। নির্গুণ ব্রহ্ম নিরবয়ব, নির্বিশেষ, অসীম, শুদ্ধ চৈতন্য। নির্গুণ ব্রহ্ম উপাস্য ও উপাসকের ভেদাভেদের অতীত। আসলে সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্মের মধ্যে বস্তুত কোনও ভেদ নেই। পার্থক্য শুধু ভাবের। অবিদ্যা দূরীভূত হলে, আত্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হলেই অদ্বৈত ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান হয়, তখন আর মায়া উপহিত ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম থাকে না। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে যে ব্রহ্ম সগুণ বা ঈশ্বর, পারমার্থিক দৃষ্টিতে তিনিই নির্গুণ ব্রহ্ম। ব্রহ্মের উপর মায়ার কোনও প্রভাব নেই। ব্রহ্ম নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত ও বুদ্ধ। তিনি সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ মায়া বা অবিদ্যা (Mayavada or Avidya)

ব্রহ্মই পারমার্থিক সৎ

অদ্বৈতবেদান্তে এক, অদ্বয় ও অখণ্ড ব্রহ্মই হলেন পারমার্থিক সৎ। জগতের এক ব্যবহারিক সত্তা থাকলেও পারমার্থিক সত্তা নেই। আত্মজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা নাশে উপলব্ধ হয় যে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য এবং জীব ও ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ, সমস্ত রকম ভেদরহিত (সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ)। ব্রহ্ম অখণ্ড। ব্রহ্ম ছাড়া কোনও কিছুরই সত্তা নেই। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ'। ব্রহ্মের পরে কিছু নেই।

Scanned by CamScanner

জগতের প্রকৃত সত্তা নেই। স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তুর মত জগৎ মিথ্যা। জগতের ব্যবহারিক সত্য থাকলেও জগৎ সৎ নয়। যা সৎ, তা কখনোই বাধিত হয় না। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানতা দূরীভূত হলে জগৎ বাধিত হয়। জগৎ মায়া-সৃষ্ট। শংকরাচার্য মায়া, অবিদ্যা, অজ্ঞানতা শব্দগুলোকে একই অর্থে ব্যবহার করেছেন।

জগৎ মায়াসৃষ্ট

'মায়া' শব্দটির উল্লেখ বেদ ও উপনিষদেও পাওয়া যায়। ঋক্‌বেদে বলা হয়েছে, 'ইন্দ্রঃ মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে'। এক ইন্দ্র মায়ার দ্বারা জগৎরূপে অর্থাৎ বহুরূপে প্রকাশিত হন। আবার শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে 'মায়াম্ তু প্রকৃতিম্ বিদ্যাৎ, মায়িনম্ তু মহেশ্বরম্'। এই প্রকৃতি বা জগৎ হল মায়া এবং মহেশ্বর হলেন মায়াবী। কাজেই জগতের কোনো পারমার্থিক সত্তা নেই। জগৎ মায়াশক্তির দ্বারা ব্রহ্মে আরোপিত অবভাস মাত্র। জগৎ ব্রহ্মের বিবর্তরূপ অর্থাৎ মিথ্যা কার্যের প্রতীতি মাত্র। ব্রহ্ম কখনই জীবজগতে পরিণত হন না।

এই বৈচিত্র্যময় জগৎ বা ব্রহ্ম ও জগতের সম্বন্ধকে ব্যাখ্যা করার জন্য শংকরাচার্য 'মায়া' শব্দটি গ্রহণ করেছেন (মায়া বেদ-উপনিষদেও উল্লিখিত আছে)। এখন প্রশ্ন হল মায়া কি?

মায়া

মায়া হল অঘটন-ঘটন পটীয়সী শক্তি যা ব্রহ্মের স্বরূপকে আবৃত করে, ব্রহ্মের উপর জগৎ-প্রপঞ্চকে আরোপ করে। অসীম ব্রহ্ম কখনোই সসীম জগতের প্রকাশক হতে পারে না। যদি ব্রহ্ম জগতের প্রকাশক হত তাহলে সসীম জগতের মত ব্রহ্মও সসীম হত। অদ্বৈত মতে ব্রহ্ম এক, অখণ্ড, সর্বব্যাপী, অসীম, চৈতন্যস্বরূপ। ব্রহ্ম নিরংশ। কোনওভাবেই ব্রহ্ম সসীম জগতের প্রকাশক হতে পারে না।

জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত, পরিণাম নয় অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্মের অন্তর্নিহিত শক্তির রূপ নেয়।

জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত রূপ

বিবর্তবাদ অনুসারে কারণ সত্যিই কার্যে রূপান্তরিত হয় না। যেমন, রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের ক্ষেত্রে রজ্জু সত্যিই সর্পে পরিণত হয় না। ঠিক তেমনি শংকরের মতে ব্রহ্ম জগতে পরিণত হন না, মায়াশক্তির জন্য প্রতিভাত হয় মাত্র।

শংকরের মতে ব্রহ্মই একমাত্র সৎ। ব্রহ্মই সত্য। জগৎ মিথ্যা। জগৎ অবভাস মাত্র। অজ্ঞানতা বা অবিদ্যার জন্যই ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হয়। মায়ার দুটি শক্তি—আবরণ শক্তি ও বিক্ষেপ শক্তি। মায়া আবরণ শক্তির দ্বারা যেমন বস্তুর স্বরূপকে আবৃত করে তেমনই বিক্ষেপ শক্তির দ্বারা মিথ্যা বস্তু সৃষ্টি করে। অর্থাৎ বিক্ষেপ শক্তির মাধ্যমে ব্রহ্মে জগৎ-প্রপঞ্চকে আরোপ করে। ঠিক যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রমের ক্ষেত্রে রজ্জুতে মিথ্যা সর্পের সৃষ্টি।

মায়ার দুটি শক্তি
আবরণ ও বিক্ষেপ

শংকরাচার্য বলেন, জগৎ মায়ার সৃষ্টি। অগ্নির দাহিকাশক্তি যেমন অগ্নিতেই থাকে, ব্রহ্মের মায়াশক্তি ঠিক তেমনই ব্রহ্মে বিরাজ করে। মায়া-উপহিত ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এই মায়াশক্তির প্রভাবে এই বৈচিত্র্যময় জগৎ সৃষ্টি করেন। যাদুকর যখন তার যাদুশক্তির দ্বারা একটি টাকাকে দশ টাকা করে দেখান তখন অজ্ঞ ব্যক্তি যাদুকরের এই খেলাকে সত্য বলে মনে করে প্রতারিত হন। একইভাবে বদ্ধজীব অজ্ঞানতাবশত ব্রহ্মের পরিবর্তে বৈচিত্র্যময় জগতের সমস্ত কিছুকে সত্য বলে মনে

জগৎ সপ্রপঞ্চ মিথ্যা

Scanned by CamScanner